

সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতা



বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ► ১ দিলরুবা একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কর্মরত। তিনি লক্ষ করলেন, কর্মস্থলে নারী ও পুরুষের কর্মপরিবেশ ভিন্ন। পারিবারিক পরিবেশেও দেখলেন, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপিত হলেও তার ভাইদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

[সকল বোর্ড-২০১৫]

- ক. সামাজিকীকরণ কাকে বলে? ১
খ. ক্ষমতাগত অসমতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে দিলরুবার ক্ষেত্রে সামাজিক অসমতার কোন উপাদানটি কার্যকর? আলোচনা কর। ৩
ঘ. উক্ত উপাদানটির প্রভাবে সামাজিক অগ্রগতি থেমে যায়— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজের কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠে।

খ ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সমাজে যে অসমতা দেখা দেয় তাই হলো ক্ষমতাগত অসমতা।

সামাজিক অসমতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ক্ষমতা। ওয়েবার এর মতে, ক্ষমতা তিন ধরনের— অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক। এগুলো একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সকল সমাজেই ক্ষমতা অসমভাবে বণ্টিত এবং এর মাত্রা সমাজভেদে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে দিলরুবার ক্ষেত্রে সামাজিক অসমতার জেন্ডার উপাদানটি কার্যকর।

শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নারী বা পুরুষ হিসেবে আমাদের সামাজিক পরিচয় যে ভিন্ন সেটি বোঝানোর জন্যই জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয়। জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের প্রভেদ। এ প্রভেদ সৃষ্টি করেছে মানুষ। মানুষের কাজকর্মের ক্ষেত্রে মানুষের জৈবিক কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। এ সীমাবদ্ধতা বা পার্থক্য সৃষ্টি করেছে সমাজ। অর্থাৎ সন্তানধারণ হচ্ছে নারীর সেক্স ভূমিকা আর রান্নাবান্না করা, সন্তান লালন-পালন করা এগুলো নারীর জেন্ডার ভূমিকা। জেন্ডার ধারণায় সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, যা সম্পূর্ণভাবে মানুষের তৈরি। এ ধারণায় নারীকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ঘরের বাইরে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করা হয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, দিলরুবা, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করে সেখানে নারী পুরুষের কর্মপরিবেশ ভিন্ন। পারিবারিক পরিবেশেও তিনি এ ভিন্নতা লক্ষ করেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়, যা তার ভাইদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এছাড়া তার চাকরি নিয়েও পরিবারের প্রবল আপত্তি রয়েছে। এসকল বিষয় পার্থক্যবৈষম্যের জেন্ডার ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, দিলরুবার ক্ষেত্রে সামাজিক অসমতার জেন্ডার উপাদানটি কার্যকর।

ঘ জেন্ডার বৈষম্য সামাজিক অগ্রগতির অন্তরায়।

দৈহিক পার্থক্যের ওপরে ভিত্তি করে সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণে বিভিন্নভাবে নারীদের মেধা ও মননশীলতাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। এর ফলে সমাজের সব ক্ষেত্রে নারীরা এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। এ ধরনের বৈষম্য সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখে। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুন্নয়নের জন্য লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্য দায়ী। নারীদেরকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নেই বলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি। লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের কারণে আমাদের দেশের নারীদের উচ্চশিক্ষায় নিরুৎসাহিত করা হয়। জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের কারণে নারীরা সমাজের সকল স্তরেই উপেক্ষিত হচ্ছে। তাদের মতামতের কোনো মূল্য দেয়া হয় না।

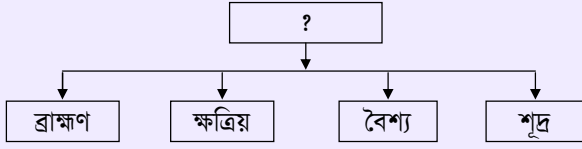
জেন্ডারের ভিত্তিতে সৃষ্ট সামাজিক বৈষম্যের কারণে পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রসহ সব ক্ষেত্রেই নারীরা লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়। ফলে আমাদের বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে এখনও পিছিয়ে রয়েছে, যা সামাজিক অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, জেন্ডারের ভিত্তিতেই নারী ও পুরুষের সামাজিকভাবে নির্ধারিত পরিচয়, ভূমিকা, মর্যাদা এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈসাদৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে।



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রণোত্তর

প্রশ্ন ►২ প্রদত্ত ছক চিত্রের সাহায্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



◀ শিখনফল: ৩

- ক. 'Society and Culture' গ্রন্থের লেখক কে? ১
 খ. সামাজিক মর্যাদা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্দীপকে চিহ্নিত '?' স্থানে সামাজিক স্তরবিন্যাসের যে প্রথার ইজিত দেওয়া হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. 'ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ছক দ্বারা নির্দেশকৃত প্রথাটি সর্বত্র বিরাজমান' — তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তিসহ মতামত উপস্থাপন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Society and Culture' গ্রন্থের লেখক হলেন ফ্রান্সিস ই. মেরিল।

খ কোনো সমাজের সদস্যের আয়, মর্যাদা, শিক্ষা, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার ভিত্তিতে ব্যক্তির যে সামাজিক অবস্থান তাই সামাজিক মর্যাদা।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী টি বি বটোমোর বলেন, 'মর্যাদার ভিত্তি হলো দ্রব্যসামগ্রীর ভোগ এবং জীবনযাত্রার ধরন কেমন সেটাই।' সমাজের মানুষের কাছে কোনো ব্যক্তির অবস্থান কেমন সেটাই তার মর্যাদা। সামাজিক মর্যাদা শ্রেণির ওপর নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে চিহ্নিত '?' স্থানে সামাজিক স্তরবিন্যাসের যে প্রথার ইজিত দেওয়া হয়েছে তা হলো জাতিবর্ণ প্রথা। কেননা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এগুলো হচ্ছে জাতিবর্ণ প্রথার প্রকারভেদ। নিচে জাতিবর্ণ প্রথার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো—

প্রত্যেকটি জাতি বা বর্ণ একটি সামাজিক সংহতিপূর্ণ সামাজিক দল। কেউ হচ্ছে করলেই এর সদস্যপদ পরিত্যাগ করতে পারে না। ধর্মের দিক থেকে জাতিবর্ণ অনেকটা কঠোর। জাতিবর্ণের কোনো সদস্য ধর্ম বহির্ভূত কোনো কাজ করতে পারে না। করলে তাকে সমাজচ্যুত করা হয়। জাতিবর্ণের সদস্যদেরকে তাদের স্বজাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। জাতিবর্ণ হলো একটি অসাম্য ব্যবস্থা। ধর্মই মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। ধর্মই নির্ধারণ করে দেয় কোন জাতিবর্ণের লোকেরা কী ধরনের কাজ করবে। জাতিবর্ণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে কোন শ্রেণির সাথে কোন শ্রেণির সম্পর্ক হবে। পেশা ও কর্ম অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণি ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

উল্লিখিত ছকে মূলত গতিবর্ণ প্রথার প্রকারভেদকে তুলে ধরা হয়েছে। যা কিনা পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বহন করে।

ঘ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথা তথা জাতিবর্ণ প্রথা সর্বত্র বিরাজমান— আমি এ বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণভাবে একমত পোষণ করি।

ভারতীয় সমাজে চার ধরনের জাতিবর্ণ প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। যথা:

ব্রাহ্মণ: এরা হলো সমাজের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এরা ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করে থাকে বলে এদেরকে পুরোহিত শ্রেণিও বলা হয়ে থাকে। চক্রবর্তী, রায়, চৌধুরী, সেন, ব্যানার্জী, ভট্টাচার্য, মিত্র গাঙ্গুলী ইত্যাদি উপাধিগুলো ব্রাহ্মণের গোত্রভুক্ত।

ক্ষত্রিয়: এরা হলেন সমাজের যোদ্ধা শ্রেণি। দেশের নিরাপত্তার ব্যাপারে বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে এরা অংশগ্রহণ করে থাকে। সরকার, শিকদার, হালদার ও বিশ্বাস ইত্যাদি উপাধিভুক্ত মানুষ ক্ষত্রিয় গোত্রভুক্ত।

বৈশ্য: এরা হলো সমাজের ব্যবসায়ী দল। যাবতীয় ব্যবসায়িক কাজকর্ম এদের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। কুণ্ডু, ঘোষ, দাস, সাহা ও মল্লিক ইত্যাদি উপাধির মানুষগুলো বৈশ্য গোত্রভুক্ত।

শূদ্র: সমাজের সবচেয়ে নিম্নশ্রেণির বর্ণ হলো শূদ্ররা। এদের কাজ মূলত উপরি-উক্ত তিনটি শ্রেণির সেবা ও সন্তুষ্টি বিধান করা। সমাজের নিম্নমানের কাজকর্ম শূদ্ররাই করে থাকে। যেমন— নাপিত, কামার, মুচি, জেম ও ইত্যাদি শূদ্র শ্রেণির অন্তর্গত।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ছকে উল্লিখিত জাতিবর্ণ প্রথা প্রায় সর্বত্রই বিরাজমান।

প্রশ্ন ►৩ সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিখ্যাত মতবাদগুলোর একটিতে শ্রেণিসংগ্রাম কীভাবে সমাজ ও রাজনীতিতে পরিবর্তন আনে তা দেখানো হয়েছে। বর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ, পুঁজিপতিদের সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণির দ্বন্দ্বের কারণ এবং সেই দ্বন্দ্ব শ্রেণিসমূহের ভূমিকা এতে বর্ণনা করা হয়েছে। তত্ত্বটির মতে শাসক ও শাসিতে সম্পর্কের শেষ পরিণতি হলো শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ।

◀ শিখনফল: ৫

- ক. জেভার শব্দের অর্থ কী? ১
 খ. দাস প্রথা বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্দীপকে কোন মতবাদটির/তত্ত্বটির কথা ইজিত করা হয়েছে? তত্ত্বটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. ইজিতকৃত তত্ত্বটির মতে কীভাবে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জেভার শব্দের অর্থ ধরন বা প্রকার।

খ দাসপ্রথা বলতে এমন এক অসমতার সমাজব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে কিছু লোক সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে অধিকারবিহীন।

দাসপ্রথা পৃথিবীর প্রাচীন শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। দাসপ্রথার একমাত্র পরিচয় হলো দাসরা তার প্রভু বা মনিবের সম্পত্তি।

সামাজিক ক্ষেত্রে দাসরা ঘৃণার পাত্র। দাসপ্রথা একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ভর সমাজব্যবস্থা। এ প্রথা দাসদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই।

গ উদ্দীপকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মতবাদটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ মতবাদ বা তত্ত্বটি জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের।

মার্কস সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় শ্রেণিকে অধিক গুরুত্ব দেন এবং এক শ্রেণির সাথে অন্য শ্রেণির দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক করেন। মার্কস উৎপাদন যন্ত্রের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি সমাজের কথা বলেন। এ সমাজের মূলকথা হলো অর্থনৈতিক সম্পদকে কেন্দ্র করে সমাজে শ্রেণির সৃষ্টি হয়। মার্কস সমাজকাঠামোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- মৌল কাঠামো এবং উপরি কাঠামো। মৌল কাঠামো বলতে তিনি সমাজের বস্তুগত এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা বুঝিয়েছেন। এই অর্থনীতিই সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার এই অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই সমাজে দুটি শ্রেণির উদ্ভব হয়। এদের একটি বুর্জোয়া শ্রেণি যারা উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্যদিকে যারা উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না তারাই হলো সর্বহারা শ্রেণি। এই বুর্জোয়া শ্রেণি চায় তাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে কিন্তু সর্বহারা শ্রেণি চায় এর সংস্কার করতে। ফলে এই দুই শ্রেণির বিপরীতমুখী অবস্থান অনিবার্য। করে তোলে সংগ্রাম বা দ্বন্দ্বের। কার্ল মার্কস এটিকেই দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব নামে অভিহিত করেন।

উদ্দীপকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি বিখ্যাত মতবাদে বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ, পুঁজিপতিদের সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণির দ্বন্দ্বের কারণ এবং সেই দ্বন্দ্বে শ্রেণিসমূহের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত এই মতবাদ দ্বারা কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক মতবাদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা উপরের আলোচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত তত্ত্বটি হলো সামাজিক স্তরবিন্যাসের কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক মতবাদ।

ঘ ইঙ্গিতকৃত দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বটির মতে পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

শিল্পায়িত ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিরা মুনাফা অর্জন করতে থাকে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হয় যাতে তারা কেবল পুঁজিপতিদের উৎপাদন যন্ত্রে কাজ করার মতো শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। মার্কসের মতে, শ্রমিকদের শ্রম ছাড়া আর কিছুই বিক্রিত থাকবে না। শ্রমিকেরা উৎপাদিত পণ্য বা উৎপাদন যন্ত্র কিছুই নিজের বলে ভাবতে পারবে না কারণ ঐসবের তাদের কোনো অংশ নেই। শ্রমিকরা তাই বিচ্ছিন্নভাবে জর্জরিত হবে। তবে হতাশ না হয়ে তারা বিপ্লবধর্মী চরিত্রে অবতীর্ণ হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তারা নিজেদেরকে ক্রমে সংগঠিত করতে থাকবে এবং স্বার্থ ও অধিকার সচেতন শ্রেণিতে পরিণত হবে। পুঁজিপতি এবং স্বার্থ চেতনাসম্পন্ন শ্রেণির (Class for itself) মাঝে যে সব মধ্যবিত্ত শ্রেণি থাকবে তারা ক্রমে ঐ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে বিলীন হয়ে যাবে। সমাজ পুঁজিপতি এবং সর্বহারা এ দু'টি বিবাদমান শিবিরে পরিণত হবে। শ্রমিক শ্রেণি বিপ্লবের জন্য তৈরি

হবে। এরা সহজেই বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিপতিদের উৎখাত করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার চির অবসান ঘটবে। অবসান ঘটবে শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি শোষণের। ক্রমে এক পর্যায়ে রাষ্ট্রও শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, পুঁজিবাদী সমাজের পতন বা শ্রেণি বৈষম্যের অবসানের মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী সমাজের উত্থান ঘটবে।

প্রশ্ন ▶ ৪	‘ক’	‘খ’
	পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এই বৈষম্য দেখা যায়। সমাজ নারী ও পুরুষের মাঝে এই বৈষম্য সৃষ্টি করে।	এই বৈষম্যের ফলে প্রবীণদের বিচ্ছিন্ন, অক্ষম, নির্ভরশীল, দুর্বলচিত্তের বলে মনে করা হয়।

◀ শিখনফল-৯ ও ১১

ক. Caste শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? ১

খ. সামাজিক স্তরবিন্যাসের কোন ধরনটি উন্মুক্ত এবং কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ‘ক’ যে বৈষম্যের ইঙ্গিত করছে উক্ত বৈষম্যের সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ‘খ’ কোন বৈষম্যের ইঙ্গিত করছে? উক্ত বৈষম্যের শিকার প্রবীণদের সামাজিক বঞ্চিতা রোধে তোমার মূল্যবান সুপারিশ দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক Caste শব্দটি স্প্যানিশ ভাষার শব্দ।

খ সামাজিক স্তরবিন্যাসের সামাজিক শ্রেণি ও পদমর্যাদা ধরনটি উন্মুক্ত।

সমাজে সুনির্দিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিই হচ্ছে শ্রেণি। সামাজিক পরিমাপে শ্রেণির অবস্থান মর্যাদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। শ্রেণি মূলত আয়, ক্ষমতা, সম্পত্তি, পেশা, শিক্ষা ও বংশ মর্যাদার ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তি নিজের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করতে পারে। এ কারণেই মূলত শ্রেণিকে উন্মুক্ত ব্যবস্থা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ‘ক’ জেন্ডার বৈষম্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এই বৈষম্য সমাজজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদেরকে বিভিন্নভাবেই পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তাদেরকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নেই বলে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা এখনো পিছিয়ে আছি। আমাদের সমাজে এখনো মনে করা হয়, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ নারীদের জন্য জরুরি নয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। যার কারণে আমাদের সামাজিক অগ্রগতি প্রতিনিয়ত ব্যাহত হচ্ছে। জেন্ডারভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের কারণে আমাদের পুরুষশাসিত সমাজ নারীদের কাজকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না।

ঘরে নারীরা যে কাজ করে তার কোনো আর্থিক মূল্য নেই। তাছাড়া ঘরের বাইরেও নারীদেরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয় না। নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়। এজন্য আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিও ততটা মজবুত নয়। মূলত নারীদের ওপর ইচ্ছে করেই কতগুলো বিধি নিষেধ আরোপ করে সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এই নারী যদি বিধি নিষেধের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে পুরুষের সাথে সমহারে উন্নয়নে অংশগ্রহণ করত তাহলে সমাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেত।

উদ্দীপকের ‘ক’ অংশে বলা হয়েছে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একটি বৈষম্য দেখা যায়। এই বৈষম্য সমাজ নারী-পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে। আর নারী-পুরুষের মধ্যকার সৃষ্টি বৈষম্য জেভার বৈষম্যকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জেভার বৈষম্য সমাজজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলার পাশাপাশি বিশেষ করে নারী জীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঘ উদ্দীপকের ‘খ’ বয়স বৈষম্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এই বৈষম্যের কারণে প্রবীণরা বঞ্চিত হওয়ার শিকার হয়। তাই তাদের বঞ্চিতা রোধে কতগুলো সুপারিশ প্রদান করতে পারি, যা প্রবীণদের কল্যাণে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

প্রবীণদের সমস্যাগুলো সনাক্ত করে এগুলো দূরীকরণের পাশাপাশি তাদের কল্যাণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের বৃদ্ধ জনসংখ্যার জীবনমান উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উচিত

দীর্ঘস্থায়ী রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসার জন্য অর্থ বরাদ্দ ও কৌশল প্রণয়ন করা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পেনশন, গ্রাচুইটি, কল্যাণ তহবিল, বয়স্কভাতা, যৌথবিমা এবং ভবিষ্যৎ তহবিলের মতো কিছু কার্যক্রম শুরু করে। তাদের আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি এখনো গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় এবং এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়, এর বাইরেও যে বিশাল প্রবীণ জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদেরকেও বিভিন্ন ভাতা ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে কল্যাণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আমাদের দেশের প্রবীণদের অনেকেই যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো, তারা কেবল সময় কাটানোর জন্য কাজ চান। এসব আগ্রহী প্রবীণদের সরকারিভাবে বা এনজিওর মাধ্যমে কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দিলে কেবল তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকবেন তাই নয়, পরিবারের শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নেও शामिल হতে পারবেন। বর্তমান সময়ে একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয় যে, অনেক পরিবারের ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধ বয়সে বাবা-মাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। বিষয়টি খুবই মর্মান্বহত এবং অমানবিক। যদিও সরকার এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে আইন প্রণয়ন করেছে, তাই এই আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন করে প্রবীণদের কল্যাণ নিশ্চিত করা জরুরি।

পরিশেষে আমি মনে করি, উপরে আলোচিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রবীণ কল্যাণ অনেকাংশেই নিশ্চিত করা যাবে এবং সামাজিক বঞ্চিতা থেকে তারা মুক্তি পাবে।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৫ মেহেদীর নানার মৃত্যু পরবর্তী দোয়া মাহফিল ও খানায় আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এভাবে—

- মখমলের ঝালর লাগান রঙিন সামিয়ানার নিচে;
স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বর, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।
- সাদা কাপড়ের সামিয়ানার নিচে:
শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজের মধ্যম শ্রেণির লোকজন।
- গাছতলায় চটের সালায়:
সাধারণ গ্রাম্য কৃষক, দিনমজুর ও এতিম মিসকিন

◀ **শিখনফল: ১ ও ৬**

- State প্রথা কোন সমাজে প্রচলিত ছিল? ১
- ভারতীয় সমাজের বর্ণপ্রথা ও তাদের কার্যাবলীর বিবরণ দাও। ২
- উদ্দীপকে i নং সারিতে বসা ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ভূমিকা ও প্রভাব আলোচনা কর। ৩
- উদ্দীপকে iii নং সারিতে বসা ব্যক্তিবর্গের i নং সারিতে না বসতে পারার প্রধান কারণ কী? পৃথিবীর সব সমাজে এই চিত্রটি সর্বজনীন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক State প্রথা ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে প্রচলিত ছিল।

খ ভারতীয় সমাজে চার ধরনের বর্ণপ্রথা লক্ষ করা যায়। যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণরা হলো সমাজের সবচেয়ে উঁচু শ্রেণি। এর ধর্মীয় কাজ পরিচালনা, শিক্ষকতা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ক্ষত্রিয়রা হলো যোদ্ধা শ্রেণি। বৈশ্যরা ছিলেন সাধারণ ব্যবসায়ী। যাবতীয় ব্যবসায়িক কাজকর্ম এদের দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং শূদ্ররা হলো সমাজের সবচেয়ে নিচু শ্রেণি। যাবতীয় নিম্নমানের কাজ এরা করতো। যেমন— কামার, কুমার, নাপিত ইত্যাদি।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সমাজের উচ্চশ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা ও প্রভাব ব্যাখ্যা করো।

ঘ ‘সামাজিক স্তরবিন্যাস সর্বজনীন’— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।



প্রশ্ন ▶ ১ জার্মান বিজ্ঞানী ও নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব আবিষ্কার করে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন। এ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক রমজান সাহেব বলেন আইনস্টাইনের এ তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের দিকদর্শনরূপে কাজ করে। তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন, মানব সমাজের গঠন কাঠামোতে রয়েছে ক্ষমতাবান, ক্ষমতাহীন, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ভূস্বামী-ভূমিহীন আবার কেউবা উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্ত স্তর প্রভৃতি শ্রেণির অস্তিত্ব। পৃথিবীর সকল সমাজেই এ ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয় যা মূলত আপেক্ষিক ধরনের।

◀ *শিখনফল:* ১

- ক. জাতি বর্ণ কী? ১
খ. দাসপ্রথা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ‘পৃথিবীর সকল সমাজেই সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয় যা মূলত আপেক্ষিক’ – উদ্দীপকের শিক্ষক রমজান সাহেব এ উক্তিটি দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত প্রত্যয়টি সামাজিক ভেদাভেদের প্রতিচ্ছবি – বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতি বর্ণ বলতে অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক গোষ্ঠীকে বোঝায়।

খ দাসপ্রথা বলতে এমন এক অসমতার সমাজব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে কিছু লোক সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে অধিকারবিহীন।

দাসপ্রথা পৃথিবীর প্রাচীন শ্রেণিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। দাসপ্রথার একমাত্র পরিচয় হলো দাসরা তার প্রভু বা মনিবের সম্পত্তি। সামাজিক ক্ষেত্রে দাসরা ঘৃণার পাত্র। দাসপ্রথা একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ভর সমাজব্যবস্থা। দাসপ্রথায় দাসদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না।

গ সামাজিক স্তরবিন্যাস সার্বজনীন। তাই পৃথিবীর সকল সমাজেই সামাজিক স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয় যা মূলত আপেক্ষিক।

সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো চিরন্তন ও সার্বজনীন। সমাজজীবনের সূচনা থেকেই সামাজিক স্তরবিন্যাসের উদ্ভব ঘটেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন কোনো সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া

যায় না যা পরিপূর্ণভাবে সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আদিম অধিবাসীদের জীবনেও দলপতির প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এসব প্রভাব প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র করে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতো। এজন্য স্তরবিন্যাসমুক্ত সমাজ কল্পনাতীত। কালের বিবর্তনের ধারায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের আকৃতি প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটছে। যুগে যুগে স্তরবিন্যাসের রূপরেখা পরবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু স্তরবিন্যাস কখনো বিলুপ্ত হয়নি।

উদ্দীপকের শিক্ষক সামাজিক স্তরবিন্যাসকে আপেক্ষিক বিষয় বলেছেন। কারণ এটি এমন এক অবস্থা, যা কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে চাপিয়ে দিতে হয় না। এটি আপনা-আপনিই ব্যক্তির উপর বর্তায়। এ অর্থে স্তরবিন্যাস আপেক্ষিক। সুতরাং উদ্দীপকের শিক্ষকের বক্তব্য যথার্থ।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক স্তরবিন্যাস সমাজের ভেদাভেদের বাস্তব চিত্রের প্রতিচ্ছবি।

সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে মর্যাদা, শ্রেণি ও অন্যান্য কতক বেশিষ্ঠের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে মর্যাদা অনুযায়ী স্তরবিভাগকে বোঝায় যেখানে মর্যাদাবোধের ভিত্তি হলো অর্থ, রাজনৈতিক অথবা পুরোহিতাত্মিক ক্ষমতা। এ মর্যাদাবোধের ভিত্তিতেই সামাজিক শ্রেণিসমূহের পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং এ মর্যাদাবোধ সমগ্র সমাজকে শ্রেণি অনুযায়ী সংগঠিত করে থাকে।

কার্ল মার্কসের মতে, অর্থনীতির মানদণ্ডে সমাজের মানুষের যে ভেদাভেদ সেটাই সামাজিক স্তরবিন্যাস অথবা উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ সেটাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। আবার ডেভিস ও ম্যুর সামাজিক স্তরবিন্যাসকে কাজের ভিত্তিতে ভেদাভেদের রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূলে মর্যাদা ও সম্পদের অসম বণ্টনকে দায়ী করা হয়েছে। অনেকের মতে, সমাজের প্রত্যেক মানুষ সমান মর্যাদাসম্পন্ন নয় এবং সবাই সম্পদের সুষম বণ্টনের অংশীদার করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে সমাজে মানুষে মানুষে বিভেদ দেখা দেয় এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজের ভেদাভেদের বাস্তব চিত্র।

প্রশ্ন ▶ ২ কলেজ থেকে বেশ দূরে তাহিরপুর গ্রামে বসবাস করে রনির পরিবার। তাদের গ্রামের চারদিক নদী পরিবেষ্টিত। ফলে ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো না। তাদের গ্রামের দশ-বারো জনের হাতে অনেক জমি আছে। কিন্তু বাকিরা প্রান্তিক বা ভূমিহীন কৃষক। ভূমিহীন কৃষকরা গ্রামের ঐ দশ-বারো জনের জমিতে কাজ করে থাকে।

◀ **শিখনফল:** ২

- ক. Kin অর্থ কী? ১
খ. 'অবশ্য পালনীয় লোকাচারই হলো লোকরীতি' বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. বুলুদের গ্রামের সামাজিক ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় স্তরবিন্যাসের কোন ব্যবস্থার সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ভূমিহীন কৃষকদের সাথে দাসপ্রথার পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক Kin অর্থ আত্মীয় বা জ্ঞতি।

খ লোকরীতি বা লোকাচারকে কেবল ব্যবহার বিধি না মনে করে ব্যবহার নিয়ন্তক বলে মনে করা হয় তখন তা হয় অবশ্য পালনীয় লোকরীতি।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা প্রতিটি লোকাচারের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। তবে তার মধ্যে এমন কতগুলো আচার-আচরণ থাকে যোগুলোই অনেকাংশে অজ্ঞাতসারে অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচিত হয়। এসব আচরণবিধি লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টাকে সমাজে বরদাস্ত করে না। এ রকম ব্যবহারবিধি মেনে চলার ব্যাপারে ভীষণভাবে সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। বস্তুত সামাজিক ক্ষেত্রে লোকরীতি মানুষের আচার-ব্যবহারকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গ রনির গ্রামের সামাজিক ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় স্তরবিন্যাসের সামন্ত বা এস্টেট ব্যবস্থার সাথে তুলনীয়।

সভ্যতার বিবর্তনে সামাজিক স্তরবিন্যাসের আরেকটি ধরন হচ্ছে এস্টেট ব্যবস্থা। এস্টেট ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে। ভূমিই ছিল ইউরোপীয় মধ্য যুগের ক্ষমতা ও মর্যাদার উৎস। সামন্ত জমিদারগণ বিশাল ভূমির মালিক ছিল। এ বিশাল ভূমি এলাকাই ছিল তাদের এস্টেট। এ এলাকার মধ্যেই তাদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সব জিনিস উৎপন্ন হতো। আর প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিদাস সে সকল জমিতে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকত।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রনির গ্রামেও দশ-বারো জনের হাতে অনেক জমি আছে। আর বাকিরা প্রান্তিক বা ভূমিহীন কৃষক। ভূমিহীন কৃষকরা গ্রামের ঐ দশ-বারো জনের জমিতে কাজ করে। রনির গ্রামের সামাজিক ব্যবস্থাটি পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত মধ্যযুগীয় এস্টেট প্রথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, রনির গ্রামের সামাজিক ব্যবস্থা মধ্যযুগের এস্টেট ব্যবস্থার সাথে তুলনীয়।

ঘ দাশ হলো মূলত মালিকের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি অন্যদিকে ভূমিহীনরা ভূস্বামীদের জমিতে কাজ করে।

দাসপ্রথা একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ভর সমাজব্যবস্থা। দাসপ্রথায় দাস ও দাসপ্রভু নামে দুটি শ্রেণি বিদ্যমান। তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দাস হচ্ছে মালিকের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি। দাসদের ওপর মালিকের অধিকার দাবির পেছনে আইন এবং সমাজের সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল। দাস-মালিকেরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে দাসদের কেনাবেচা করতেন। দাস এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। দাস-মালিকেরা যা আদেশ করতেন দাসরা তা মানতে বাধ্য ছিল। দাসদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। অন্যদিকে এস্টেট প্রথার ভূমিদাসরা ভূস্বামীর জমিতে কাজ করত। ভূমিদাস বিচারের জন্য রাজার কাছে কোনো ধরনের অভিযোগ করতে পারত না। সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এছাড়া বিভিন্ন কারণে, তাদেরকে জরিমানা করা হতো। বিভিন্ন এস্টেটে ভূমিদাসরা বিভিন্ন মাত্রার অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করত। ভূমিদাসদের অত্যাচার ও নির্যাতনের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন এস্টেটের মধ্যে পার্থক্য করা হতো। ভূমিদাসদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।

প্রশ্ন ▶ ৩ গ্রামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি জনাব 'ক'। তিনি তার পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি পেয়েছেন। তার দুই সন্তান শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। জনাব 'খ' ঐ গ্রামেরই মানুষ। সে 'ক' সাহেবের জমি চাষ করে কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ সে তার সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারছে না।

◀ **শিখনফল:** ৬

- ক. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ প্রবীণ? ১
খ. সামাজিক বৈষম্য বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবই এর কোন প্রত্যয়টির ইজিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের উক্ত প্রত্যয়টি সমাজের মানুষে মানুষে ভেদাভেদের বাস্তব চিত্রের প্রতিচ্ছবি— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭% প্রবীণ।

খ সাধারণত সামাজিক বৈষম্য বা অসমতা বলতে বোঝায় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য বা অসাম্যের অস্তিত্ব।

একই সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, সবাই একই মর্যাদার অধিকারী নয় বা সবাই একই ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন। অর্থাৎ সামাজিক অসমতার অর্থ হচ্ছে মর্যাদা, ক্ষমতা, সম্পদ ইত্যাদির অসম বণ্টন। সারকথা, সমাজের মধ্যে যে উঁচু নিচু ভেদাভেদ লক্ষ করা যায় তাই সামাজিক বৈষম্য।

গ উল্লিখিত উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ের সামাজিক অসমতা নামক প্রত্যয়টির ইজিত পাওয়া যায়।

সামাজিক অসমতা একটি চিরন্তন ও চলমান ধারণা। বৈষম্যহীন সমাজ খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই অসমতা বিভিন্নভাবে তৈরি হতে পারে। সাধারণত মর্যাদা, ক্ষমতা, সম্পদ ইত্যাদি হচ্ছে সামাজিক অসমতার উপাদান। উদ্দীপকেও দেখা যায়, জনাব ‘ক’ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সম্পত্তি লাভ করেছেন। পক্ষান্তরে জনাব ‘খ’ ঐ গ্রামেরই মানুষ। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তেমন সম্পত্তি লাভ করেননি। তিনি জনাব ‘ক’ এর জমিতে চাষাবাদ করে দিনাতিপাত করছেন। সমাজে তার তেমন প্রভাবও নেই। টাকার অভাবে তার ছেলেমেয়েরাও পড়াশুনা করতে পারছে না।

সুতরাং উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, ক এবং খ এর মধ্যে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো সামাজিক বৈষম্য এবং এর পিছনে যে বিষয়টি ক্রিয়াশীল ছিল সেটি হলো ভূ-সম্পত্তি।

ঘ উল্লিখিত উদ্দীপকের সামাজিক বৈষম্য তথা সম্পত্তির বৈষম্য নামক প্রত্যয়টি সমাজের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরিতে এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।



প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ৪ একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুমী জানতে পারে যে, বর্তমানে ইউরোপীয় সমাজে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলেও মধ্যযুগে এমনটা ছিল না। মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজস্থ লোকেরা যাজক, অভিজাত ও সাধারণ জনগণ এ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। সুমীর মনে করে, বর্তমান ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সাথে সাথে সর্বত্রই সামন্ত প্রথার অবসান ঘটেছে।

◀ *শিখনফল: ২*

- ক. সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী? ১
- খ. এস্টেট প্রথা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুমীর প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের যে শ্রেণিভেদের পরিচয় পাওয়া যায় সেটির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. ‘ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সাথে সাথে উক্ত প্রথার অবসান ঘটেছে।’ সুমীর এ উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বব্যাপিতা।

খ মধ্যযুগে দাসপ্রথা উচ্ছেদের পর শুরু হয় এক নতুন প্রথা, যা এস্টেট প্রথা নামে পরিচিত।

এটা হলো সেই ব্যবস্থা যেখানে জমির মালিক ভূস্বামী। উৎপাদন করত প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিদাস সবাই মিলে। পূর্বে যারা দাস ছিল, তারাই এ পর্যায়ে এসে সামন্ত কৃষক হিসেবে আবির্ভূত হয়। সহজ কথায়, জমিজমার ওপর ভিত্তি করে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে এস্টেট প্রথা বলা হয়।

সামাজিক অসমতা বা বৈষম্য বলতে সমাজস্থ মানুষের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের বিভিন্নতাকে বোঝায়। একই সমাজে বসবাস করে কেউ উচ্চ স্তরে আবার কেউ নিম্ন স্তরে বসবাস করে।

যেহেতু সব সমাজে বৈষম্য ছিল সেহেতু উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈষম্যটিও একটি সামাজিক বৈষম্য। উদ্দীপকে দেখা যায় এক ব্যক্তি অনেক মর্যাদা ও সম্পত্তির অধিকারী এবং তার ছেলে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। অন্যদিকে ঐ সমাজেরই আরেক ব্যক্তি যার কোনো মর্যাদা, সম্পত্তি, নেই তার ছেলেমেয়েরাও টাকার অভাবে লেখাপড়া করতে পারছে না। সুতরাং দেখা গেল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মর্যাদার বৈষম্য, সম্পত্তির বৈষম্য, এমনকি শিক্ষাগত বৈষম্যও পরিলক্ষিত হয়। এই বৈষম্যগুলো যদিও চলমান তথাপি এগুলো সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে একপক্ষ সব সময়ই উচ্চাসনে বা শাসকের ভূমিকায় থাকে এবং অন্যপক্ষ সবসময়ই নিগৃহীত হয়। উদ্দীপকের এই বৈষম্যটির কারণে সমাজে একপক্ষ সবসময়ই তাদের আধিপত্য বিস্তার করে।

সুতরাং উদ্দীপক ও উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উক্ত প্রত্যয়টি সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরির এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। যদিও এই বৈষম্য একেবারেই নির্মূল করা সম্ভব নয় কিন্তু যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এর পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব।



সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ এস্টেট প্রথার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।

ঘ ‘ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে এস্টেট প্রথার অবসান ঘটেছে’ — বিশ্লেষণ করো।

প্রশ্ন ► ৫ ভারতের নাগপুরের খৈরালানজি গ্রামের একটি দলিত পরিবার ব্যবসা করে অর্থ সম্পদের মালিক হলে নিজ বাড়িতে একটি পাকা ঘর নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এতে গ্রামের অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোকেরা বাধা দেয়। পরে বাকবিতণ্ডা থেকে সংঘর্ষ শুরু হলে দলিত পরিবারের চারজন সদস্য হত্যার শিকার হয়। এ বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলে সুশীল সমাজের লোকজন উদ্বেগ প্রকাশ করে। শুধুমাত্র দলিত পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণেই কি তারা বঞ্চিত হবে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে? উত্তরবিহীন এ প্রশ্নটি ঘুরপাক খেতে থাকে সচেতন নাগরিকদের মধ্যে।

◀ *শিখনফল: ৩*

- ক. কত সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটেছে? ১
- খ. সামাজিক শ্রেণির ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের পরিবারটি কোন বিষয়ের শিকার হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪